১৭

মণ্ডলীর ঐক্যতা

টি. বি, ল্যারিমোর একজন সুসমাচার প্রচারক যাহার খ্রীষ্টের ন্যায় আত্মা ছিল বলে তাহার পরিচিত সকলে বিশ্বাস করত, তিনি খ্রীষ্টের মণ্ডলীর পারিবারিক ঐক্যতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন গীত-সংহিতার ১৩৩:১ পদ অনুসারে: "দেখ, ইহা কেমন উত্তম ও কেমন মনোহর যে, ভ্রাতারা একসঙ্গে ঐক্যে বাস করে।" কিছু জিনিস উত্তম, কিন্তু মনোহর নয়। একটি ক্যান্সারের বৃদ্ধি বন্ধ করতে অস্ত্রোপচার করলে জীবন রক্ষা পায় ও তাহা উত্তম, কিন্তু রোগীর জন্য ইহা মনোহর নয়। কিছু জিনিস মনোহর কিন্তু উত্তম নয়। বিশেষ কোন উপলক্ষে খেলাধুলা মনোহর ও আনন্দদায়ক কিন্তু সবসময় খেলা করা ক্ষতিকর হবে। ভ্রাতা লেরিমোর পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে এই পৃথিবীতে আমরা খুব কম জিনিসই খুঁজে পাই যাহা ভালো ও মনোহর উভয়ই প্রকৃত পক্ষে আমাদের জন্য লাভ জনক ও একই সাথে উপভোগে আনন্দদায়ক হতে পারে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে খ্রীষ্টেতে ঐক্যতার মধ্যদিয়ে সর্ব্বসম্মত ভাবে একত্রে বসবাসকারী ভ্রাতৃগনের মধ্যে এই উভয় গুনাবলী পরিলক্ষিত হয়।[1] কে তাহার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করবে?

নতুন নিয়ম অনুসারে, খ্রীষ্টেতে ঐক্যতা আমাদের জন্য কেবল মাত্র ভাল ও মনোহরই নয়; বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ঈশ্বরের নিকট উত্তম ও তুষ্টিকর। জগতের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে ব্যবস্থাহীন মানুষদের হস্তে সমর্পিত হওয়ার ঠিক পূর্বে, যীশু ভবিষ্যতে যাহারা তাঁহাতে

---

[1]T. B. Larimore, "Unity ঐক্যতা," in *Biographies and Sermons*, ed. F. D. Srygley (n.p., n.d.; reprint, Nashville: Gospel Advocate, 1961), 35-36.

বিশ্বাস করবে তাহাদের ঐক্যতার নিমিত্তে প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন, "আর আমি কেবল ইহাদেরই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু ইহাদের বাক্য দ্বারা যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিমিত্তও করিতেছি; যেন তাহারা সকলে এক হয়; পিতঃ যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে; যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ" (যোহন ১৭:২০,২১)।

যদি আগামীকাল আপনার প্রাণদণ্ড দেয়ার সময় ঘোষণা করা হয়, এবং আজকে রাত্রে আপনি হাঁটু পেতে প্রার্থনা করতে বসেন, তবে আপনি কোন বিষয়ে প্রার্থনা করবেন? আপনি কি সামান্য, গুরুত্বহীন, কোন পরিকল্পনার জন্য প্রার্থনা করবেন? আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলোর প্রতি প্রত্যাশার জন্য কি আপনি প্রার্থনা করবেন না। খ্রীষ্টের ক্রুশারোপিত হওয়ার পূর্ব রাত্রিতে ঐক্যতার জন্য প্রার্থনাটি যখন আমরা পড়ি তখন তিনি ঐক্যতাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন তাহা কি আমরা দেখতে পাই না? বিশ্বাসীদের ঐক্যতা যীশুর হৃদয়ের সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, তাহা নাহলে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব রাত্রে তিনি ইহার জন্য প্রার্থনা করতেন না।

যখন পৌল বহু ভয়াবহ ভাবে বিভক্ত করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে লিখেছিলেন, যে মণ্ডলীটি বহু সমস্যা এবং দুর্বলতা দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তখন তিনি ঐক্যতার জন্য তাহাদিগকে একটি জোরালো আহবান রেখেছিলেন; "কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ক হও" (১করি ১:১০)। যখন পৌল করিন্থীয়দের নিকটে লিখেছিলেন, ৫৪ থেকে ৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, তখন কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী ছিলনা। একমাত্র প্রভুর মণ্ডলী ছিল এবং পৌল, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা দ্বারা, করিন্থীস্ত ঈশ্বরের মণ্ডলীকে ঐক্যতায় একত্রে বসবাস করতে বলেছিলেন। তিনি কেবল মাত্র ঐক্যতার জন্যই মিনতি করেন নাই কিন্তু তিনি ইহার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে মিনতি করেছিলেন।

চলুন আমরা মণ্ডলীর ঐক্যতাকে আরও বিস্তারিত ভাবে লক্ষ্য করি। ইতিমধ্যে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দুইটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে খ্রীষ্টের মণ্ডলী এক সুন্দর ঐক্যতায় থাকবে, কিন্তু কোন ধরনের ঐক্যতা থাকবে? এই ঐক্যতার প্রকৃতি কি? খ্রীষ্ট যে ঐক্যতার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন তাহা উপলব্ধি করতে পারলে মণ্ডলী সম্পর্কে আমরা আরও বেশী বুঝতে পারব।

একই দেহের অংশ হওয়াতে ঐক্যতা

প্রথমে চলুন আমরা খ্রীষ্টের দেহের ঈশ্বর-প্রদত্ত ঐক্যতাকে এক জাতি হিসাবে বুঝতে চেষ্টা করি। নতুন নিয়ম ঐক্যতাকে খ্রীষ্টেতে থাকার স্বাভাবিক ও মৌলিক বিষয় হিসাবে বর্ণনা করেছে। যখন একজন ব্যক্তি খ্রীষ্টের দেহে প্রবেশ করেন, তখনই ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা এই ঐক্যতা ঘটে। যখন কেহ সত্যিকারে খ্রীষ্টের দেহের সদস্য হয়ে থাকেন তখন এই ঐক্যতা গ্রহণ করেন।

নতুন নিয়মের পৃথিবী প্রধানত দুইটি সমাজে বিভক্ত ছিলঃ যিহূদী ও পরজাতি। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দলাদলি ছিল বর্তমান যুগে দুইটি জাতির মধ্যে বিদ্যমান যে কোন ধরনের দলাদলির ন্যায় প্রসারিত। তথাপি পৌল দৃঢ়রূপে বলেছিলেন যে যিহূদী ও পরজাতি খ্রীষ্টেতে এক হয়েছে:

> কেননা তিনিই আমাদের সিদ্ধ; তিনি উভয়কে এক করিয়াছেন, এবং মধ্যবর্তী বিচ্ছেদের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন (ইফি ২:১৪)।

> শত্রুতাকে, বিধিবদ্ধ আজ্ঞাকলাপরূপ ব্যবস্থাকে, নিজ মাংসে লুপ্ত করিয়াছেন; যেন উভয়কে আপনাতে একই নূতন মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করেন, এইরূপে সন্ধি করেন; এবং ক্রুশে শত্রুতাকে বধ-করণ পূর্বক সেই ক্রুশ দ্বারা এক দেহে ঈশ্বরের সহিত উভয় পক্ষের মিলন করিয়া দেন (ইফি ২:১৫,১৬)।

> যিহূদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক (গালা ৩:২৮)।

খ্রীষ্ট, তাঁহার ক্রুশের উপরে মৃত্যুর মাধ্যমে, যাহারা শিক্ষা সংস্কৃতি বা জাতিকে তুচ্ছ করে খ্রীষ্টেতে প্রবেশ করেন তাহাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেন। যিহূদী ও পরজাতি, দুইটি পৃথক জাতি, একটি নতুন জাতিতে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং খ্রীষ্টিয়ান বলে আখ্যায়িত করেছেন। খ্রীষ্ট যিহূদীদের পরজাতিতে অথবা পরজাতিকে যিহূদী হিসেবে রূপান্তর করেন নাই। তিনি যিহূদীদের নিরূপিত বিশেষ অধিকারের অবস্থানে পরজাতিদের উত্তোলন করেন নাই; অথবা তিনি পরজাতিদের অবস্থানে যিহূদীদের আনেন নাই। তিনি যিহূদী ও পরজাতি উভয়কে খ্রীষ্টেতে স্বর্গীয় স্থানে উত্তোলন করেছিলেন যাহা ছিল উভয়ের দ্বারা সম্ভবপর অধিকৃত অধিকার বা অবস্থান অপেক্ষা অতি মহান। একজন যিহূদীকে তার যিহূদী পরিচয় এবং একজন পরজাতিকে তার পরজাতি পরিচয় ভুলে যাওয়া ছিল তাহাদের দায়িত্ব।

আজও মণ্ডলীতে একই সত্য বিদ্যমান। প্রত্যেক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টেতে তিনি যে কি কেবল মাত্র তাহাই চিন্তা করতে হবে। খ্রীষ্ট হলেন সকল খ্রীষ্টিয়ানদের পরিত্রাতা ও প্রভু। এই ঐশ্বরিক ঐক্যতায়, সকল জাতি, সম্প্রদায়, সামাজিক ও পারিবারিক পার্থক্যগুলি দূর হয়ে যায়।

খ্রীষ্টের মাধ্যমে, মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলিত বা ঈশ্বরের নিকটে আনিত হয় (কলসীয় ১:২০)। অতঃপর, ঐ পুনর্মিলনের মাধ্যমে, খ্রীষ্টিয়ানদের একে অন্যের সাথে একত্রীকৃত করা হয়েছে এবং "আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার নিমিত্ত একসঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে" (ইফি ২:২২)। দুইজনকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের সহিত ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

মানুষের অনেক উদাহরণই ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, যেমন নর্মন ও স্যাক্সন জাতিদয়, যাহারা একে অন্যের সহিত অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। শত্রুতা এবং ঘৃণা ছিল তাদের চিরকালের স্বভাব। যাই হোক, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই মানুষেরা পরস্পর মিলেমিশে গিয়েছিল এবং বিবাহ করেছিল, যে অবধি এই দুটি সমাজের লোক সম্পূর্ণ ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এইরূপে একক সম্প্রদায় হিসেবে পৃথক জাতিগুলোর

পৃথক অস্তিত্বের বিলুপ্ত হয়েছিল। অবশ্যই যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল, কারণ তাদের মধ্যে আর কোন বিভক্ততা ছিলনা। দুইটি সমাজের সংমিশ্রণে একটি নতুন লোকের সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল যাহারা একে অপরকে ভালবেসেছিল ও সম্মান করেছিল।[2]

একইভাবে, মানুষের সকল বিভক্ততা ও প্রতিবন্ধকতা খ্রীষ্টেতে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে; ঈশ্বরের আশ্চর্য জনক অনুগ্রহের দ্বারা মনুষ্যদের এক নতুন দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁহার দেহে, কেহই নিজেদেরকে যিহূদী বা গ্রীক, দাস বা স্বাধীন, ধনী বা গরীব, পুরুষ বা নারী, সাদা বা কালো হিসেবে দেখে না। খ্রীষ্টিয়ানগন শুধুমাত্র দেখেন যে, "খ্রীষ্ট যীশুতে তাহারা সকলে এক" (গালা ৩:২৮বি)।

সুতরাং খ্রীষ্টেতে ঐক্যতা বুঝতে, সর্বোপরি আমাদের ঐক্যতা সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে যাহা খ্রীষ্টিয়ানদের দেয়া হয়েছে তখন যখন তাহারা তাঁহার দেহে প্রবেশ করেছে। যখন একজন খ্রীষ্টিয়ান খ্রীষ্টের দেহে প্রবেশ করেন তখন তাহাদের ইহা বলা সঠিক, এবং এমনকি প্রয়োজন, যে তাহারা এখন তাঁহার দেহের অন্যান্য সকল সদস্যদের সাথে ঐক্যতায় সমান। মণ্ডলীকে অবশ্যই এই সত্যে চিন্তা করতে হবে এবং ঐক্যমত হয়ে কাজ করতে হবে। খ্রীষ্টের দেহে উচ্চপদ, প্রতিবন্ধকতা, বিভক্ততা এবং বংশ পরিচয়ের কোন গুরুত্ব নেই। সকল সদস্যই খ্রীষ্টের সহিত এবং পরস্পরের সহিত ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

শিক্ষার ঐক্যতা

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টেতে শিক্ষার ঐক্যতা পাওয়া যায়। আত্মার দ্বারা ঐক্যতা প্রদত্ত হয় যখন মানুষ খ্রীষ্টের দেহে প্রবেশ করে, কিন্তু এই ঐক্যতা শাস্ত্রের শিক্ষায় প্রত্যেক সদস্যের আনুগত্যের মাধ্যমে ধরে রাখা হয়।

---

[2]R. C. Bell, *Studies in Ephesians* (Austin, Tex.: Firm Foundation Publishing House, 1971), 25.

খ্রীষ্টিয়ানগন শিক্ষার ও বিশ্বাসের ঐক্যতা দ্বারা একত্রে বাঁধা। খ্রীষ্টের দেহ ঈশ্বর সম্পর্কে অ-প্রমাণিত বিশ্বাস এবং জীবন সম্পর্কে অনুমান দ্বারা পরিচালিত লোকদের একটি দল নয়। তাঁহার দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্যের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ।

যখন পৌল খ্রীষ্টের মণ্ডলীর ঐক্যতার বিষয়ে অলোচনা করেছিলেন তখন তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের শান্তির যোগবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি সাতটি "এক" এর কথা উল্লেখ করেছিলেন যাহা খ্রীষ্টের দেহের ঐক্যতা রাখতে সমন্বয় সৃষ্টি করে। তিনি বলেছিলেন, "দেহ এক, আত্মা এক, আবার যেমন তোমাদের আহ্বানের একই প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হইয়াছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও সকলের অন্তরে আছেন (ইফি ৪:৪-৬)। পৌল যে দেহের কথা লিখেছেন তাহা হল খ্রীষ্টের আত্মিক দেহ, মণ্ডলী (ইফি ১:২২,২৩)। আত্মা হল ঈশ্বরত্বের তৃতীয় সদস্য যিনি আমাদের নিকট শাস্ত্র প্রকাশ করেছেন। একই প্রত্যাশা হল অনন্তকালীন প্রত্যাশা যাহা সু-সমাচারের মাধ্যমে প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের হৃদয়ে প্রবেশ করানো হয় (কলসীয় ১:২৩)। প্রভু এক- হলেন খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র, যিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন ও আমাদের ধার্মিকতার নিমিত্তে উত্থাপিত হয়েছিলেন। বিশ্বাস এক- হল খ্রীষ্ট ও তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করা যাহা শাস্ত্রের সাক্ষ্য হতে আসে (রোমীয় ১০:১৭)। বাপ্তিস্ম এক- হল সেই বাপ্তিস্ম যাহা খ্রীষ্ট মহা আজ্ঞাতে আদেশ করেছিলেন ও যাহা খ্রীষ্টিয়ান যুগের শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফলপ্রসূ থাকবে (মথি ২৮:১৯,২০)। এক ঈশ্বর- হলেন অনন্তকালীন ঈশ্বর যিনি পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিলেন ও সব কিছু দান করতেছেন, একমাত্র সত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বর। সাতটি "এক" সম্পর্কে আর. সি. বেল বলেছেন, "এই অপরিবর্তনীয়, চূড়ান্ত ঘটনাগুলি হয় গ্রহণ অথবা বর্জন করার জন্য দাবি করে। অন্য কোন প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই; একজন ব্যক্তি যিনি ঐ গুলির একটি মাত্র বাতিল করে দেয়, তিনি নিজেকে আদৌ একজন খ্রীষ্টিয়ান বলে বিবেচনা

করেন না।[3]

একীকরণ হল এক ধরনের, কিন্তু ঐক্যতা হল অন্য ধরনের। একীকরণ জোরকরে আদায় করা যায়, কিন্তু ঐক্যতা একমাত্র আত্মনিয়োগের দ্বারা সৃষ্টি হয়। একীকরণ করা যায় দুজন লোককে এক দড়িতে বেঁধে, ঐক্যতা পাওয়া যায় একমাত্র বিশ্বাস ও প্রেমের দ্বারা হৃদয়ের বন্ধনে। মনের ও ইচ্ছার পৃথকতা থাকা সত্ত্বেও একীকরণ অনুভব করা যায়, কিন্তু মানুষ একমাত্র একত্রে বসবাস করতে পারে একই সত্য বলে এবং এক মনে এক বিচারের মাধ্যমে।

পৌল ১করি ১:১০ পদে ঐক্যতার জন্য তাহাদের কাছে শুধু মাত্র মিনতি করেন নাই, তিনি নির্দিষ্ট ভাবে সেই ধরনের ঐক্যতার কথা উল্লেখ করেছিলেন যাহার জন্য তিনি মিনতি করেছিলেন– মতৈক্যের ঐক্যতা, দলাদলি বিহীন, সম্পূর্ণ মনে এবং বিচারে। এই ধরনের ঐক্যতা খ্রীষ্টের ইচ্ছার উপরে সমর্পণের মাধ্যমে পাওয়া যায়। প্রেরিত ২ অধ্যায়ে, যেদিনে মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল, অনুপ্রাণিত লোকের দ্বারা পবিত্র আত্মার দেয়া সংবাদের প্রতি প্রত্যেকজন আনুগত্যতা স্বীকার করেছিল। এই আনুগত্যতার ভিত্তি ঈশ্বরের শিক্ষার অংশে বিশ্বাসের ফল ছিলঃ “আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ... আর যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলে একসঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখিত” (প্রেরিত ২:৪২-৪৪)। পৌল ফিলিপীয় ভ্রাতৃগনের প্রতি লিখেছিলেন, “... আমরা যে পর্যন্ত পৌঁছিয়েছি, সেই একই ধারায় চলি” (ফিলি ৩:১৬)।

দৈনন্দিন জীবন যাপনে ঐক্যতা

তৃতীয়, খ্রীষ্টের দেহের দৈনন্দিন জীবন যাপনে ঐক্যতা পরিলক্ষিত হতে হবে। ঐক্যতা, যাহা পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রদত্ত হয় যখন মানুষ খ্রীষ্টে প্রবেশ করে, যাহা কেবল মাত্র শাস্ত্রের সহজ শিক্ষাতে প্রত্যেক সদস্যের আনুগত্যতার দ্বারা ধরে রাখা যায় না, কিন্তু ব্যবহারিক কাণ্ডজ্ঞান অনুসরণ, প্রত্যেক সদস্যের খ্রীষ্টেতে সর্বসম্মতভাবে একত্রে

[3]পুর্বের উল্লেখিত ফুট নোট., ২৪।

জীবন যাপনের দ্বারাও সম্ভব।

পৌল ফিলিপীয় ভ্রাতৃগণকে প্রেমে ও মিলেমিশে একত্রে বসবাস করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তবে তোমরা আমার আনন্দ পূর্ণ কর—একই বিষয়ে ভাব, এক প্রেমের প্রেমী, একপ্রাণ, এক ভাববিশিষ্ট হও" (ফিলি ২:২)। তিনি আরও বলেছিলেন, "আমি ইবদিয়াকে বিনতি করিয়া, ও সুন্তুখীকে বিনতি করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রভুতে একই বিষয় ভাব" (ফিলি ৪:২)। এই পদগুলি অপরিহার্য-ভাবে দাবি করে যে খ্রীষ্টের দেহের প্রত্যেক সদস্যকে বাইবেলের শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। ঐক্যতা বজায় রাখার জন্য, খ্রীষ্টিয়ানদেরকে অনেক সময় তাহাদের মন্তব্যগুলি ও ইচ্ছা গুলি নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

মণ্ডলী কখনই এমন কিছু আশা করতে পারে না যে একজন ভ্রাতা কোন কিছু করবে আর তাহা তাহার বিবেকের বিরুদ্ধে যাবে। পৌল বলেছিলেন,

> অতএব, আইস, আমরা পরস্পর কেহ কাহারও বিচার আর না করি, বরং তোমরা এই বিচার কর যে, ভ্রাতার ব্যঘাতজনক কি বিঘ্নজনক কিছু রাখা অকর্তব্য (রোমীয় ১৪:১৩)।

> কিন্তু বলবান যে আমরা, আমাদের উচিত, যেন দুর্বলদের দুর্বলতা বহন করি, আর আপনাদিগকে তুষ্ট না করি৷ আমাদের প্রত্যেক জন যাহা উত্তম, তাহার জন্য, গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত, প্রতিবাসীকে তুষ্ট করুক৷ কারণ খ্রীষ্টও আপনাকে তুষ্ট করিলেন না, বরং যেমন লিখিত আছে, "যাহারা তোমাকে তিরস্কার করে, তাহাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়িল" রোমীয় ১৫:১-৩)।

বাস্তব সম্মত ঐক্যতা প্রায়ই দেয়া-ও-নেয়ার সাথে শর্তযুক্ত। স্বার্থপর মানুষ কখনও অন্যের সাথে ঐক্যতা করতে জানে না। সে সর্বদা একটি ছোট রাজ্যে বাস করে যাহার চারিদিকে তাহার স্বার্থপরতা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। অন্যের সাথে প্রকৃত সহভাগিতার জন্য সে ওই রাজ্যের বাহিরে আসতে পারে না, এবং অন্য কেহ তাহার সাথে প্রকৃত সহভাগিতা করতে ঐ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

খ্রীষ্টেতে এই বাস্তবসম্মত ঐক্যতা খ্রীষ্টের দেহের প্রত্যেক সদস্যের পক্ষ থেকে প্রেম ও অনুগ্রহ সহ তাহার ভ্রাতা বা ভগিনীর কথা চিন্তা পূর্বক যত্নশীল হওয়ার মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়। একজন খ্রীষ্টিয়ানকে তার নিজের মন্তব্য ও ইচ্ছার উপরে খুব কমই জোর দিতে হবে। স্বার্থপরতা বা অনর্থক দর্পের বশে তিনি কোন কিছুই করবেন না, কিন্তু মনের নম্রতায় নিজের অপেক্ষা অন্যকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে জ্ঞান করবেন (ফিলি ২:৩)। তিনি নিজের স্বার্থে নয়, অন্যদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন (ফিলি ২:৪)। যখন তিনি এভাবে জীবন যাপন করেন, তখন তিনি প্রকৃত-ভাবে খ্রীষ্টের হৃদয় প্রকাশ করতেছেন (ফিলি ২:৫-৮)।

উপসংহার

অতএব খ্রীষ্টের দেহ, উহার ঐক্যতার জন্য, পরিচিত হবে। এই ঐক্যতার তিন ধরনের প্রকৃতি আছে। খ্রীষ্টিয়ানগন এক দেহ হিসাবে ঐক্যবদ্ধ, এক শিক্ষায় বিশ্বাসী হিসাবে, এবং এমন মানুষ হিসাবে যাহারা দৈনন্দিন জীবনে পরস্পরের প্রতি বিবেচনা প্রসূত আচরণ করবেন। ঐক্যতা ঈশ্বরের অনুগ্রহে আসে যখন নতুন খ্রীষ্টিয়ান তাঁহার দেহে প্রবেশ করে। শাস্ত্রীয় শিক্ষাতে দেহের সম্পূর্ণ আনুগত্যতার মধ্য দিয়ে ইহা ধরে রাখা যায় এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। মণ্ডলী ঐক্যতা উপভোগ করে কারণ প্রত্যেক সদস্য সহ-খ্রীষ্টিয়ানদের আত্মিক জীবন সম্পর্কে চিন্তা করেন।

ঈশ্বর তাঁহার জগতে সকল ঝনঝন শব্দকারী মতভেদগুলিকে খ্রীষ্টেতে ঐকতানে আনতে চানঃ "কারণ [ঈশ্বরের] এই হিতসঙ্কল্প হইল, যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতেই বাস করে, এবং তাঁহার ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করিয়া, তাঁহার দ্বারা যেন আপনার সহিত কি স্বর্গস্থিত, কি মর্ত্যস্থিত, সকলই সম্মিলিত করেন, তাঁহার দ্বারাই করেন" (কল ১:১৯,২০)। খ্রীষ্ট, তাঁহার সু-সমাচার দ্বারা, আমাদিগকে এই ঐক্যতার মাধ্যমে তাঁহার দেহে আহবান করেছেন। ঈশ্বর ইহা পরিকল্পনা করেছিলেন (ইফি ৩:৬), খ্রীষ্ট ইহার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন ও ইহার জন্য

সম্ভাব্যতার ব্যবস্থা করেছিলেন (যোহন ১৭:২১; ইফি ২:১৬), পৌল ইহার জন্য বিনতি করেছিলেন (১করি ১:১০), এবং আত্মা ইহা উৎপন্ন করেছিলেন (ইফি ৪:১-৬)।

আমাদের কি উচিৎ নয় এই ঐক্যতাকে গ্রহণ করা এবং ইহাতে জীবন যাপন করা?

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 249 পৃষ্ঠায়)

১। খ্রীষ্টেতে ঐক্যতা কিভাবে মনোহর ও উত্তম উভয়ই হতে পারে?

২। খ্রীষ্টের ক্রুশারোপিত হওয়ার পূর্বের রাত্রিতে তাঁহার মণ্ডলীর জন্য তাঁহার বিশেষ প্রার্থনা কি ছিল? (যোহন ১৭:২১-২৪ পদে দেখুন।)

৩। ১করি ১:১০ পদে পৌল ঐক্যতার জন্য যে বিনতি করেছেন তাহা আলোচনা করুন।

৪। একটি দেহ হিসাবে খ্রীষ্টের মণ্ডলীর যে ঐক্যতা আছে, তাহা ব্যাখ্যা করুন।

৫। যে ব্যক্তি মণ্ডলীতে প্রবেশ করেন তাহাকে কখন মণ্ডলীর ঐক্যতা প্রদত্ত হয়?

৬। শিক্ষাতে মণ্ডলীর ঐক্যতা নিয়ে আলোচনা করুন। এক দেহে ঐক্যতা থাকা ও শিক্ষাতে ঐক্যতা থাকার মধ্যে পার্থক্য কি?

৭। ঐক্যতা ও আনুগত্যতা কিভাবে খ্রীষ্টের ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?

৮। শিক্ষাতে ঐক্যতা থাকা ও দৈনন্দিন জীবন যাপনে ঐক্যতা থাকার মধ্যে পার্থক্য কি?

৯। মণ্ডলীতে ব্যবহারিক ঐক্যতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টিয়ানগন অনেক সময় যে পদক্ষেপগুলি নিয়ে থাকেন সে গুলি কি?

বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

বিবেকঃ মানুষের মধ্যে অবস্থিত অন্ত:রস্থ নৈতিক সাক্ষ্য; অনেক সময় আভ্যন্তরীণ ভাষা হিসেবে মনে করা হয় যাহা আমাদিগকে ভুল হইতে সঠিক বিষয় বলে দেয়। ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা এই বিবেকের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ইবদিয় ও সুন্তুখীঃ দুইজন খ্রীষ্টিয়ান মহিলা যাহারা পরস্পর বিবাদ করিতেছিলেন (ফিলিপীয় ৪:২)। পৌল তাহাদেরকে পরস্পর শান্তি বজায় রেখে বসবাস করতে অনুরোধ করেছিলেন।